জিহাদের বরকতময় কাফেলার যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

পঞ্চম পরামর্শ
দেউলিয়া হয়ে যাবেন না

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার

যুবকদের প্রতি পরামর্শ

পঞ্চম পরামর্শ

দেউলিয়া হয়ে যাবেন না

মূল

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদ

বিন ফারহান

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ মানসুর

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।”
সূরা নিসা : ১০০

পঞ্চম পরামর্শ: দেউলিয়া হয়ে যাবেন না

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿﴾

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদের ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" [সূরা আহযাব : আয়াত ৫৮]

আমার মুজাহিদ ভাইদেরকে পঞ্চম যে পরামর্শটি আমি দিতে চাই তা হলো: কেউ এমন হয়ে যাবেন না যে, তার আর কোনো সাওয়াব অবশিষ্ট নেই, কোনো মহৎ গুণ বাকি নেই। এমন কোনো কাজ করবেন না, যার কারণে আপনার নেক আমলগুলো অন্যরা নিয়ে যাবে, আর আপনাকে দিয়ে যাবে তার বদ আমল। এমন ব্যক্তিতে পরিণত হবেন না, যে রাত-দিন আল্লাহর ইবাদত করে এবং যখন সেই ইবাদতের ফসল তোলার অর্থাৎ ভালো কাজের প্রতিদান পাবার সময় হয়, তখন সে ভারাক্রান্ত মনে আবিষ্কার করে তার সকল নেক আমলের সাওয়াব আশপাশের লোকজনের মাঝে বণ্টন হয়ে গেছে।

প্রিয় মুজাহিদ ভাই, মিথ্যা বলা এবং কোনো মুসলিমকে ক্ষতিগ্রস্থ করা থেকে সতর্ক থাকুন। মুসলিমদের ব্যাপারে কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকুন। ঐক্যবদ্ধ মুজাহিদদের মাঝে বিভেদের বীজ বপন করবেন না। আপনার ভাইদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবেন না। মনে করে দেখুন, এই ভাইদেরকে সাহায্য করতে, তাদের পাশে দাঁড়াতে, এবং আগ্রাসী শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতেই আপনি জিহাদের জন্য হিজরত করেছিলেন।

হে মুজাহিদ ভাই, জেনে রাখুন, আপনার ভাইদের সম্মান রক্ষার জন্যই আপনি নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। সুতরাং, তাদেরকে আপনার জিহ্বা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ করবেন না। প্রকৃত মুসলিম তো সে, যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অপবাদের ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" [সূরা আহযাব : আয়াত ৫৮]

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি বলতে পারো অভাবী লোক কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝে যার দিরহাম ও ধন-সম্পদ নেই সেই তো অভাবী লোক। তখন তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে প্রকৃত অভাবী লোক, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; তবে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, অমুকের সম্পদ ভোগ করেছে, অমুককে হত্যা করেছে, আরেকজনকে প্রহার করেছে। এরপর তাদের প্রত্যেককে ঐ ব্যক্তির নেক আমল থেকে দেয়া হবে। যদি পাওনাদারের হক্ক আদায় করার পূর্বেই তার নেক আমল শেষ হয়ে যায়, তবে তাদের পাপের কিছু অংশ তাকে দেওয়া হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [সহীহ মুসলিম]

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের কিছু লোক সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই জানি যারা কিয়ামতের দ্বীন তিহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমলসহ উপস্থিত হবে, তবে মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিবেন। তখন সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিচয় পরিস্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। জবাবে নবীজি বললেন, "তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে। [ইবনে মাজাহ্] আল্লাহ আমাদেরকে এমন হওয়া থেকে হেফাজত করুন।